



কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

QURAN TEACHING RESEARCH AND TRAINING CENTER

কুরআনের আলোকে জীবনকে আলোকিত করার প্রতিষ্ঠান



আমিনাহ

May 11, 2023

উমরা ধাপে ধাপে



উমরা ধাপে ধাপে



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،

আসসালামু 'আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ



“খুতবাতুল হা'জা” বা “প্রয়োজনীয় খুতবা”

আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইন্নাল হামদালিল্লাহ, নাহমাদুহু, ওয়ানাসতা'ই-নুহু,
ওয়ানাস্তাগফিরুহু, ওয়ানাতাওয়াক্কালু 'আলাইহু,
ওয়া না'উজুবিল্লাহি মিন গুরুরি আনফুসিনা,
মাই ইয়াহু দিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ,
ওয়া মাই ইউদ্ লিলহু ফালা হাদি ইয়ালা।
ওয়ানাশহাদু আন- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু,
লা- শারি-কালাহ, ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান
আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু।
আল্লাহুন্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদ,
ওয়া 'আলা আনিহি ওয়া আসহাবিহি ইয়াজমাইন।

আম্বাবাদ।

ফাইন্না খাইরাল হাদিসি কিতাবুল্লাহ,
ওয়া খাইরাল হাদি, হাদিয়ি মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
ওয়াশাররাল উমুরি মুহ'দাসাতুহা,
ওয়া কুল্লা মুহ'দাসাতিম বিদ'আ,
ওয়া কুল্লা বিদ'আতিন দ্বালালা,
ওয়া কুল্লা দ্বালালাতিন ফিন নার!

সকল প্রশংসা আল্লাহর- আমরা তাঁর প্রশংসা করি,
তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর কাছে ক্ষমা চাই,
তাঁর উপর ভরসা করি, আমাদের নফসের অনিষ্ট
থেকে তার কাছে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে পথ
দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর
তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ
দেখাতে পারেনা।

আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন
ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরিক নেই।
আমরা আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর
বান্দা ও প্রেরিত বার্তাবাহক। যিনি মানব ও জ্বিন
জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ এবং সকল
কর্মপালনে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব।

হে আল্লাহ! আপনি দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন, তাঁর
প্রতি, তাঁর সম্মানিত পরিবার-পরিজনের প্রতি,
সাহাবাদের প্রতি, এবং তাঁদের পথের পথিকদের প্রতি
যারা তাঁদের পরে আগমন করেছেন

অতএব, অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে - আল্লাহর কিতাবের বক্তব্য
এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দিক নির্দেশনা হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথনির্দেশনা।

- আর মানুষের জীবনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজটি আল্লাহর
নৈকট্য অর্জনে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা,
- আর প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত পন্থা বিদ্‌আত
- আর প্রতিটি বিদ্‌আত একটি পথভ্রষ্টতা
- আর পথভ্রষ্টতা নিয়ে যায় জাহান্নামের আগুনের দিকে।

দায় মুক্তি



আমরা যে সমস্ত ছবি ব্যবহার করেছি তা শুধু মাত্র সাধারণ ধারণা ও শিক্ষার নেওয়ার উদ্দেশ্যে।

বিভিন্ন এজেন্সি ও দলের জন্য নিয়ম কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।

দলনেতার কাছ থেকে নিজস্ব যাত্রা বিবরণী ও থাকার অবস্থা জেনে নিতে হতে পারে।

আমাদের জ্ঞান মত সর্বচ্চ সতর্কতা ও সঠিক তথ্য দেওয়া চেষ্টা করা হয়েছে, তথ্যগত কোন ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হল। আমরা যেন পরবর্তীতে সংশোধন করে নিতে পারি।

ইন শা আল্লাহ

মাবরুর হজ্জের জন্য

গোল্ডেন
রুল

দ্বিধা-দ্বন্দ্বও
সিদ্ধান্তহীনতায়

কতটুকু করলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে,
এই চিন্তা মাথায় আনবেন না।
বরং আপনার উদ্দেশ্য থাকবে যে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায়, কোন কাজ
কীভাবে ও কত সময় করেছেন, আমিও
ঠিক সেভাবেই করব।

মুহাম্মাদ ﷺ কি করেছেন
আর কি করেননি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ও তার
রাসূল ﷺ কি বলেন।

রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ কর;
আর যা থেকে বিরত রাখেন,
তা থেকে দূরে থাক।

সূরা হাশর ৫৯:০৭

মৌলিক নিতিমালা

যে কোন আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারেই নিজের ইচ্ছামত বা পছন্দমত সিদ্ধান্ত না নিয়ে, প্রত্যেক ব্যাপারে জানার চেষ্টা করতে হবে মুহাম্মাদ স. কি করেছেন এবং কি করেননি।”

আল্লাহর বাণী স্মরণ রাখতে হবেঃ-সূরা হাশর ৫৯
‘রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক ।’

কোন বিষয়ে জানার প্রয়োজন হলে নিজে সরাসরি কুরআন হাদিস থেকে জানার চেষ্টা করুন।
নিজে অপারগ হলে জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হোন এবং তাঁকে প্রশ্ন করুন,

এ বিষয়ে কুরআন ও রসূল স. কী নির্দেশ দিয়েছেন?

خذوا عني مناسككم

صححه الألباني

খুজু আন্নি মানাসিকাকুম – তোমরা আমার কাছ থেকে নিয়ম শিক্ষা নাও

আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে,
কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর নিজেদের কোন ব্যাপারে
অন্য কোন সিদ্ধান্তের ইখতিয়ার থাকবে না।

কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) কে অমান্য করলে,
সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।

(সূরা আহযাব ৩৩:৩৬)



কুরআন
শিক্ষালয়

আমিনাহ

মেসফালাহ ও ইব্রাহিম খালিল রোড

hosain.imam@gmail.com



মেস ফালাহ ও ইব্রাহিম খালিল রোড

hosain.imam@gmail.com



মেস ফালাহ ও ইব্রাহিম খালিল রোড

hosain.imam@gmail.com

ইব্রাহিম খালিল রোড

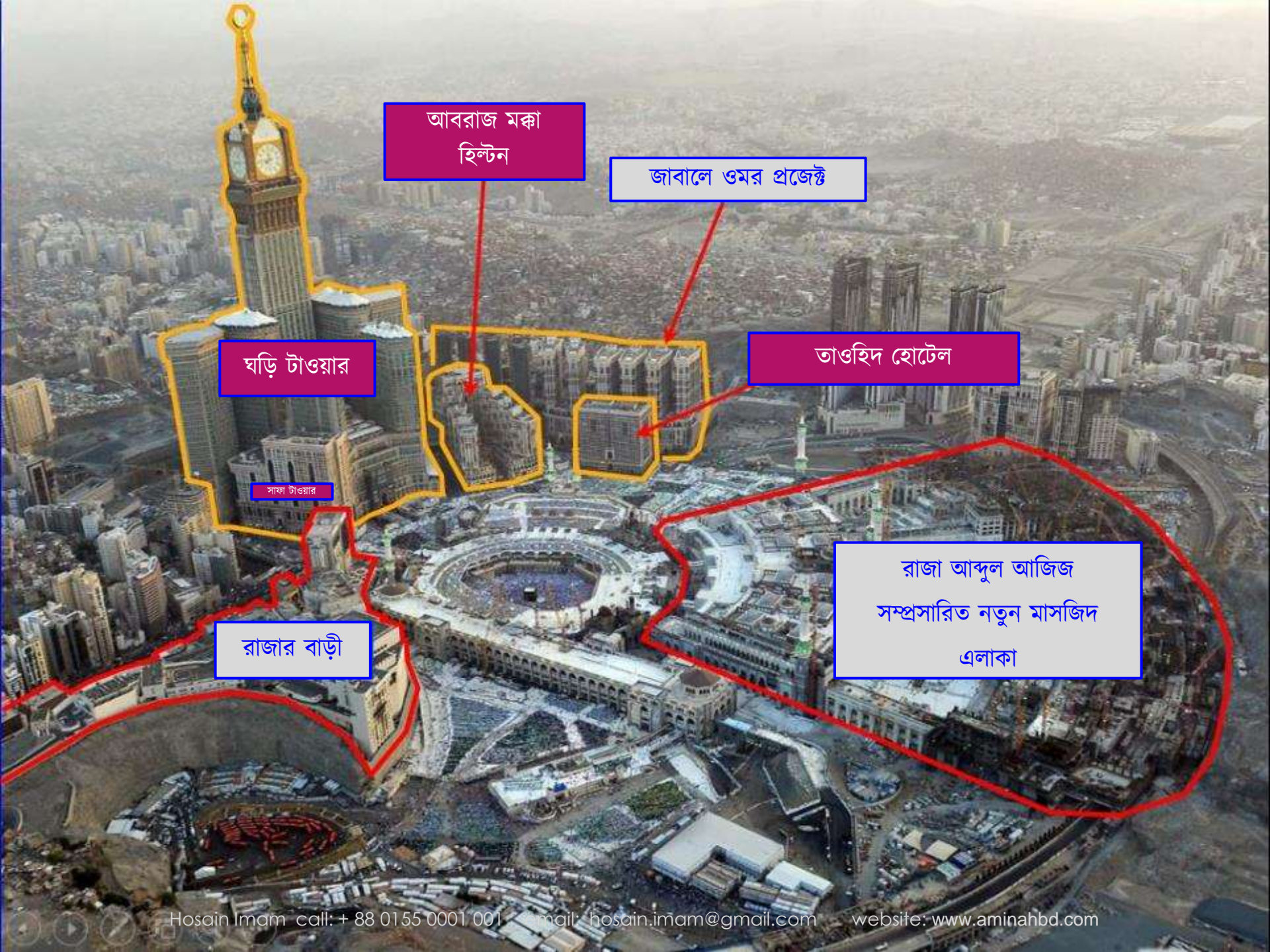
হিজরা রোড

হিজরা রোড ও হিজরা মাসজিদ

Hosain Imam call: + 88 0155 0001 001 email: hosain.imam@gmail.com website: www.aminahbd.com

মক্কার আবাসন এলাকা





আবরাজ মক্কা
হিল্টন

জাবালে ওমর প্রজেক্ট

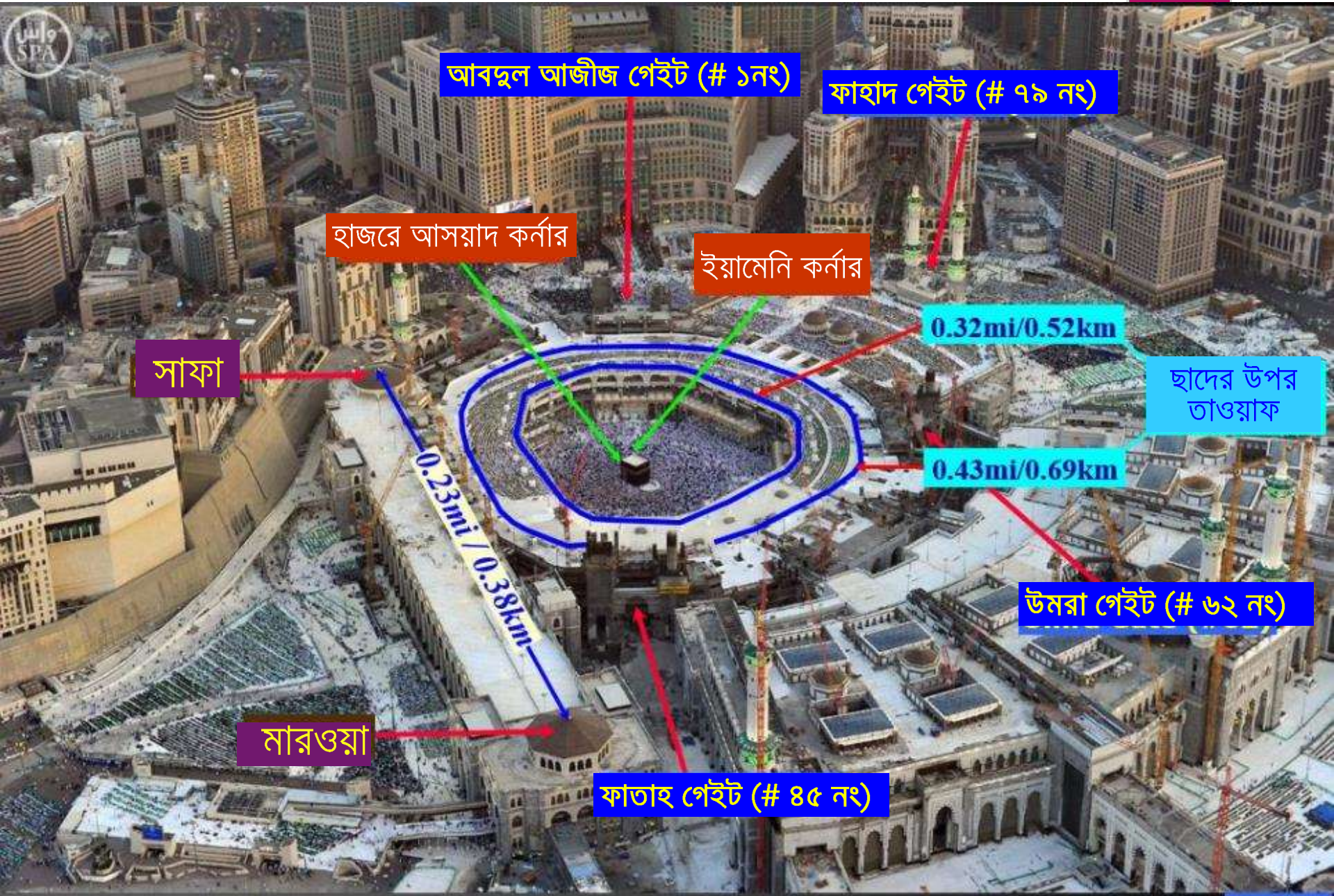
ঘড়ি টাওয়ার

তাওহিদ হোটেল

সাফা টাওয়ার

রাজার বাড়ী

রাজা আব্দুল আজিজ
সম্প্রসারিত নতুন মাসজিদ
এলাকা



আবদুল আজীজ গেইট (# ১নং)

ফাহাদ গেইট (# ৭৯ নং)

হাজরে আসয়াদ কর্নার

ইয়ামেনি কর্নার

সাফা

0.32mi/0.52km

ছাদের উপর
তাওয়াফ

0.23mi / 0.38km

0.43mi/0.69km

উমরা গেইট (# ৬২ নং)

মারওয়া

ফাতাহ গেইট (# ৪৫ নং)



কাবার এরিয়াল ভিউ





কিং আব্দুল আজিজ গেইট

মক্কা হোটেল এলাকা

আমরা ইহরামে প্রবেশ করে মক্কা এসেছি।



হোটেলে অবস্থান করে দলনেতার দেয়া নির্ধারিত সময়ে
উমরা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি
এবার আমরা যাব মসজিদুল হারামে অবস্থিত কাবার নিকট।
উমরার বাকি অংশ সমাপ্ত করার জন্য।



মহিলারা,

যারা হায়েজ অবস্থায় থাকবেন তারা হায়েজ চলাকালীন সময়

ইহরাম অবস্থানে হোটেলে অপেক্ষা করবেন।

হায়েজ মুক্ত হওয়ার পরবর্তীতে উমরা সম্পন্ন করবেন।

দলবদ্ধভাবে উমরার জন্য যেতে হবে।

হোটেলের লবিতে সবাইকে একত্রিত হতে হবে।

উমরা

ফরজ- ইহরামঃ মাযিদাহ ৯৬, তাওয়াফঃ হাজ্জ ২৯
ওয়াজিব- সাইঃ বাকারা ১৫৮, চুলকাটাঃ হাজ্জ ২৯



উমরাহ'র ফরজ ২টি

১. ইহরাম (মীকাত হতে)
২. ক্বাবা তাওয়াফ করা

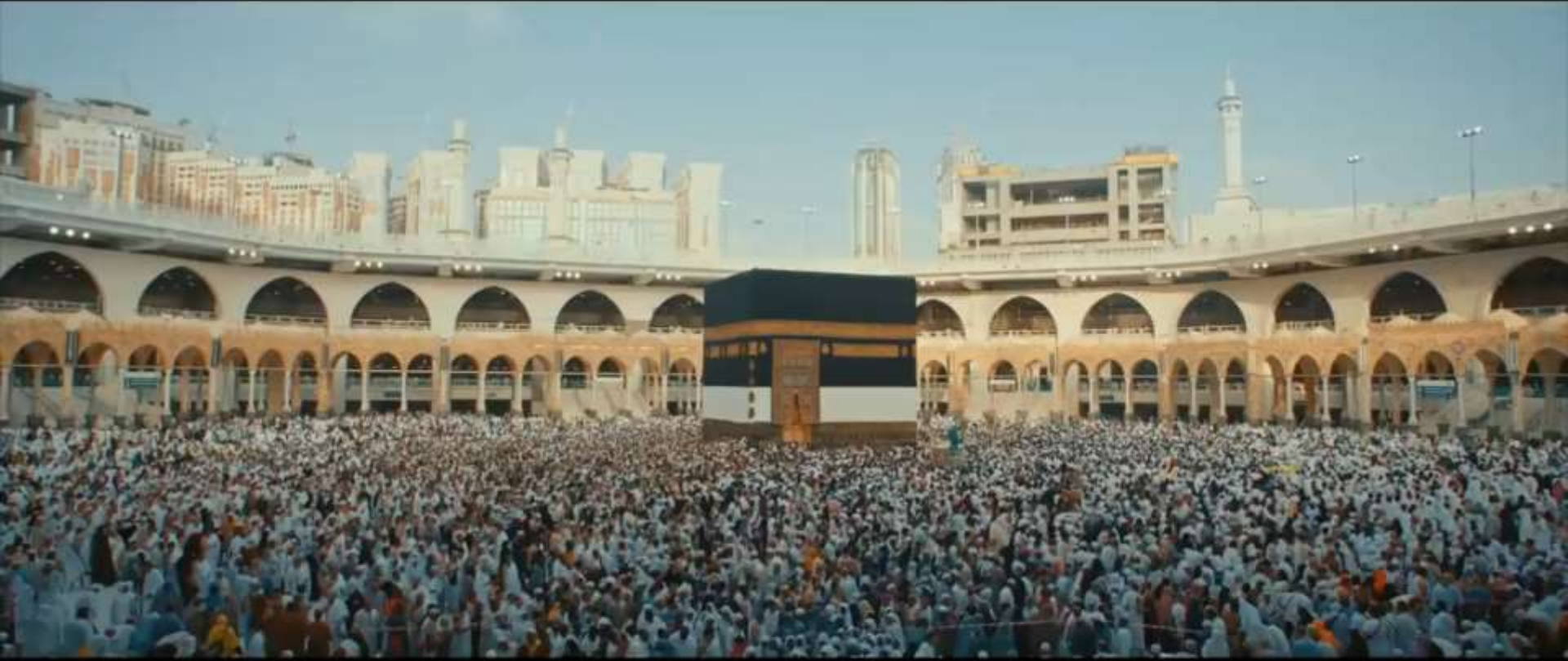


উমরাহ'র ওয়াজিব ২টি

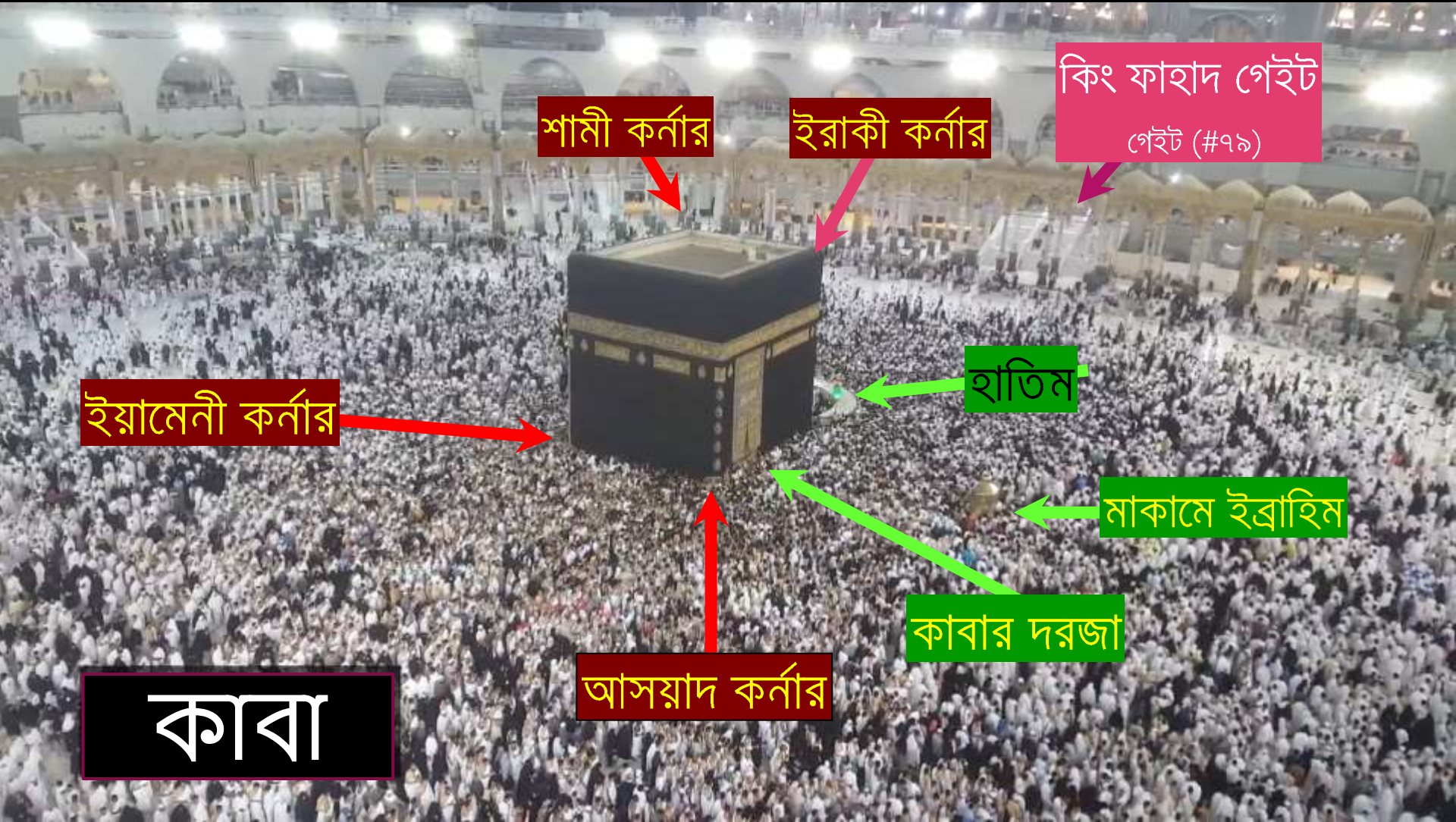
১. সাফা ও মারওয়া'র মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করা
২. মাথা মুন্ডন করা বা মাথার চুল ছাটা।



তওয়াফ করার জন্য আমাদের কাবাকে চিনতে হবে।



কোথায় কিভাবে তাওয়াফ করব জানতে হবে



শামী কর্নার

ইরাকী কর্নার

কিং ফাহাদ গেইট
গেইট (#৭৯)

ইয়ামেনী কর্নার

হাতিম

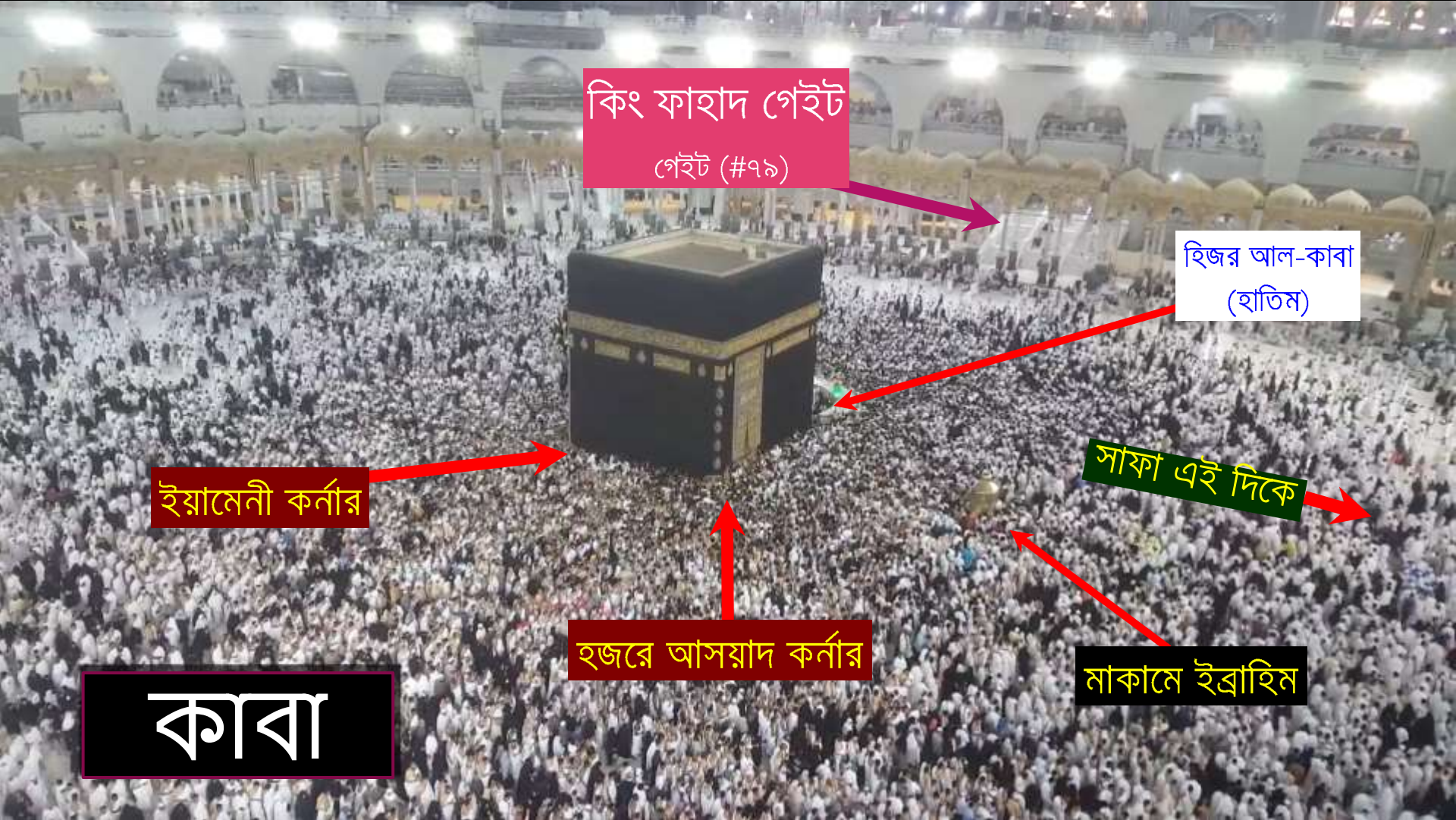
মাকামে ইব্রাহিম

কাবার দরজা

আসয়াদ কর্নার

কাবা

নাম বলতে পারবেন ??



মসজিদুল হারাম চত্বর

www.aminahbd.com

ওয়

মেইন গেইট

মারওয়া

সাফা

আন্ডার গ্রাউন্ড টয়লেট

কিং আব্দুল আজিজ গেইট



অক্ষমদের জন্য
ভূইল চেয়ার
পাওয়া যায়

কিনে নেওয়া
অথবা ভাড়া
দুই ভাবেই
ব্যবহার করা
যায়

ওজুখানা

পবিত্রতা না থাকলে
মসজিদ আল হারামে
প্রবেশ করার সময়
অবশ্যই পরিচ্ছন্ন ও
পবিত্র হয়ে নিতে হবে।





উমরা পালনের জন্য পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে,
দলনেতার দেয়া নির্ধারিত সময়ে, দলনেতার সাথে দলবদ্ধ ভাবে,
হোটেল থেকে কাবার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে।



ইহরামের ভেতরে তালবিয়া সহকারে হোটেল থেকে কাবার উদ্দেশ্যে

রওনা হওয়ার সময় রাস্তাতে বেশী বেশী তালবিয়া পরতে হবে

মসজিদুল হারামে ডান পা দিয়ে দোয়া পড়ে প্রবেশ করতে হয়

মসজিদুল হারাম

‘বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রসূলিল্লাহি,
আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রহমাতিক’

32

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সলাত ও সালাম রাসলুল্লা (সঃ) এর উপর।
হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দিন”।

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

মসজিদুল হারামে প্রবেশ

তালবিয়া বলতে বলতে মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে।
কিছুদূর গেলেই কাবা চোখে পড়বে।

মসজিদুল হারামে প্রবেশ

মসজিদুল হারামে প্রবেশের পর অথবা
যখনি কাবা চোখে পড়বে তালবিয়া পাঠ বন্ধ হবে।



আল্লাহর ঘর দেখার সময় খুব বিনয়ী থাকা উচিত।



‘আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম
ওয়া মিনকাস সালাম,
ফাহইয়ানা রব্বানা বিস-সালাম’

উমর (রা.) যে দু’আ পাঠ করতেন,
তা পাঠ করা যেতে পারে

(হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময় এবং আপনার থেকে
শান্তির উৎস। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক!
আমাদেরকে শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখুন)



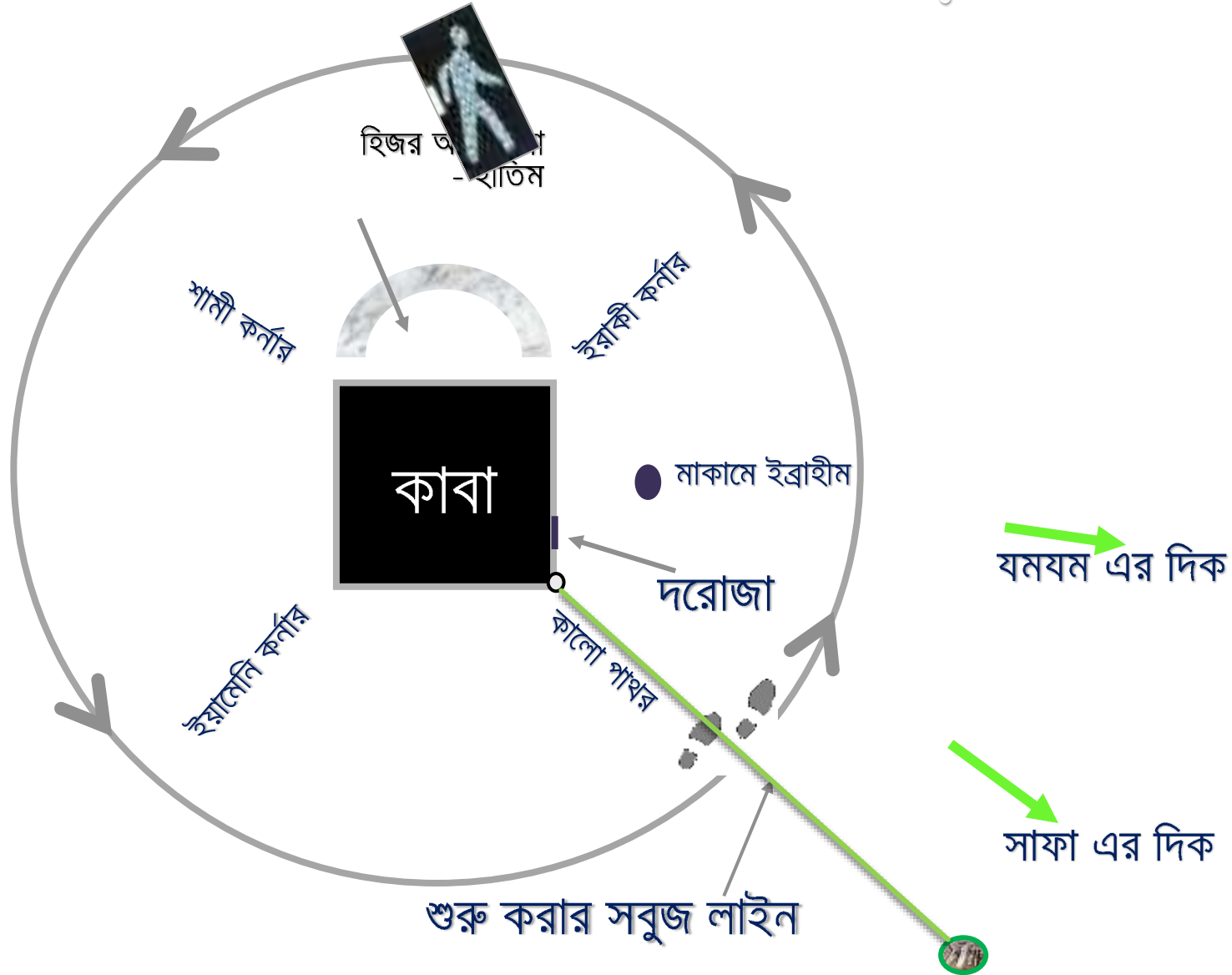
এরপর তাওয়াফের জন্য কাবা চত্বরে
তাওয়াফের জন্য যেতে হবে।

দোয়া শেষ করে তাওয়াফ শুরু করার জন্য
হাজারে আসওয়াদের নিকট বা তার কর্নার বরাবর যেতে হবে

আসওয়াদ কৰ্নারের দিকে যেতে যেতে
তাওয়াফের নিয়ত করতে হবে

উঃ

কাবাকে বামে
রেখে সাত
বার প্রদক্ষিণ
ও দুই রাকাত
সালাত আদায়
করে তাওয়াফ
শেষ করতে
হবে



সবুজ বাতি



তাওয়াফ কাবা চত্বরে



কাবাকে বামে রেখে ডান দিকে সবুজ বাতি
বরাবর এসে চক্কর শুরু করতে হবে

তাওয়াফ মসজিদের ভেতর দিয়েও করা যায়
শুরু করার জন্য সেখানেও সবুজ বাতি আছে

সবুজ বাতি



উমরার এই তাওয়াফকে
তওয়াফে কুদুম বা আগমনি তাওয়াফ বলা হয় ।
এই আগমনি তাওয়াফে পুরুষদের জন্য দুইটি সুন্নাহ রয়েছে ।

* যেহেতু মক্কায় আগমনের পর এটাই প্রথম তাওয়াফ

আবু দাউদ-১৮৮৪, তিরমিযি-৮৫৯



(এক) ইজতিবা

তাওয়াফ শুরুর আগে পুরুষরা তাদের ইহরামের উপরি ভাগের কাপড়ের এক প্রান্ত ডান বগলের নীচ দিয়ে বাম কাধের উপরে নিবেন ডান কাধ ও বাহু উন্মুক্ত থাকবে।





(দুই) রমল

রমল হল বীরদর্পে হাঁটা
পুরুষগন তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে
রমল সহ তাওয়াফ করবেন।
বাকি চার চক্র স্বাভাবিক ভাবে
তাওয়াফ করবেন।



তাওয়াফের ফরজঃ

- নিয়ত করা (মনে মনে তাওয়াফের ইচ্ছা পোষণ করা)
- ক্বাবার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করা।



গননার প্রয়োজনে সাত
দানা ব্যবহার করা
যেতে পারে

তাওয়াফের ওয়াজিবঃ

- ওয়ু সহকারে তাওয়াফ করা।
- সতর ঢেকে তাওয়াফ করা।
- ক্বাবাকে বামে রেখে তাওয়াফ করা।
- ক্বাবার বাহির দিয়ে তাওয়াফ করা।
- সক্ষম ব্যক্তির পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা।
- সাত চক্রর প্রদক্ষিন পূর্ণ করা।
- তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামাজ পড়া।

তাওয়াফের সুন্নতঃ

- হজরে আসওয়াদ হতে তাওয়াফ আরম্ভ করা।
- বিরতি না দিয়ে সাত চক্র পূর্ণ করা।

ক্বাবা ঘরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ,
হজরে আসওয়াদের আগের কোণ।

রুকুনে ইয়ামেনী

রুকুনে ইয়ামেনী বরাবর এলে একে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করে,
সম্ভব না হলে কোন ইঙ্গিত না করেই চলতে হবে।



হজরে আসওয়াদ কর্নার হতে তাওয়াফ আরম্ভ করতে হয়।



হজরে আসওয়াদ চুমু দিয়ে বা
স্পর্শ করে তাওয়াফ শুরু করা সুন্নাহ

ভীড়ের কারণে হজরে আসওয়াদের নিকটে যেতে সমস্যা হতে পারে।

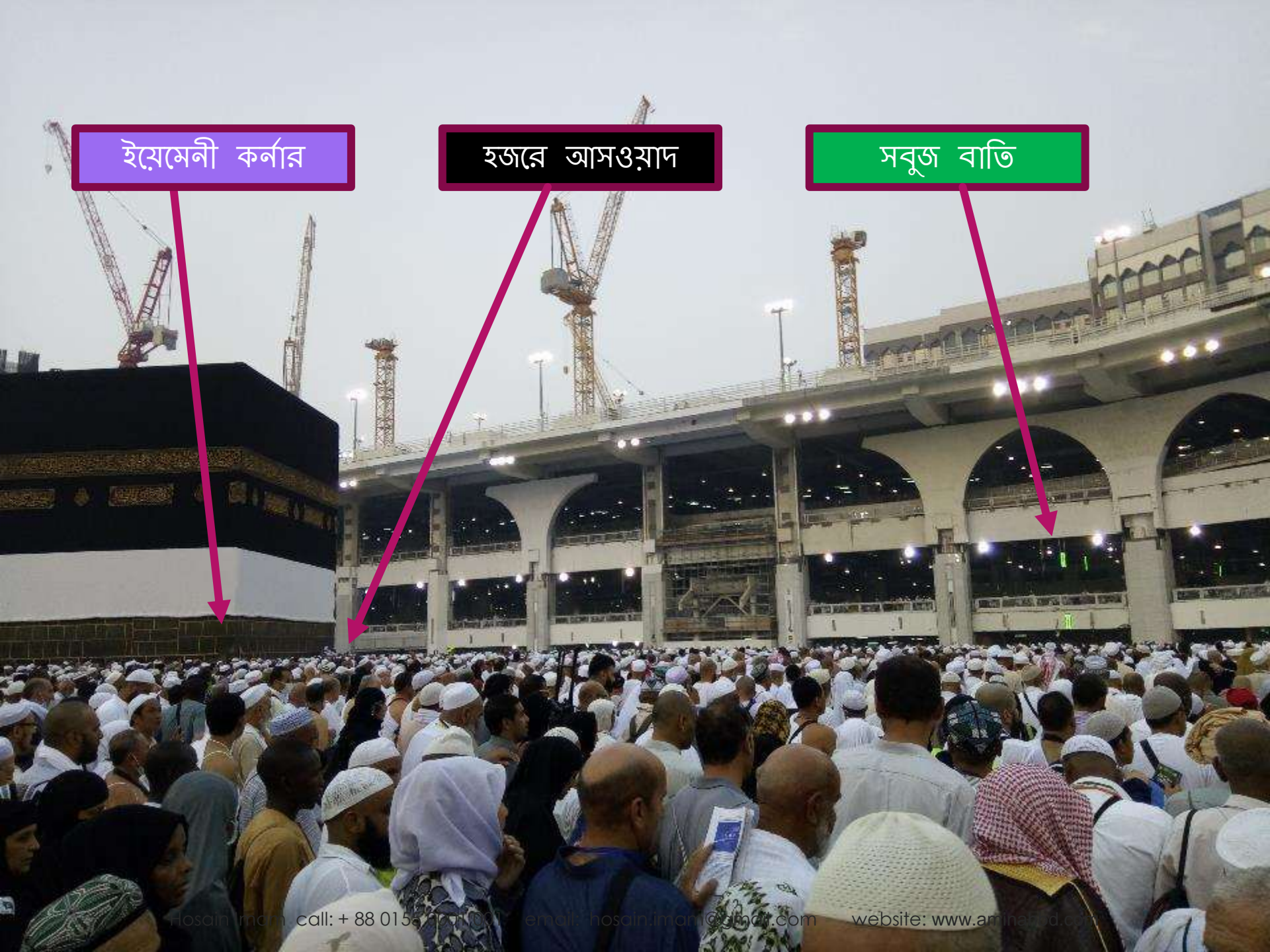


সুন্নাহ পালনের জন্য হারামে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়

ইয়েমেনী কর্নার

হজরে আসওয়াদ

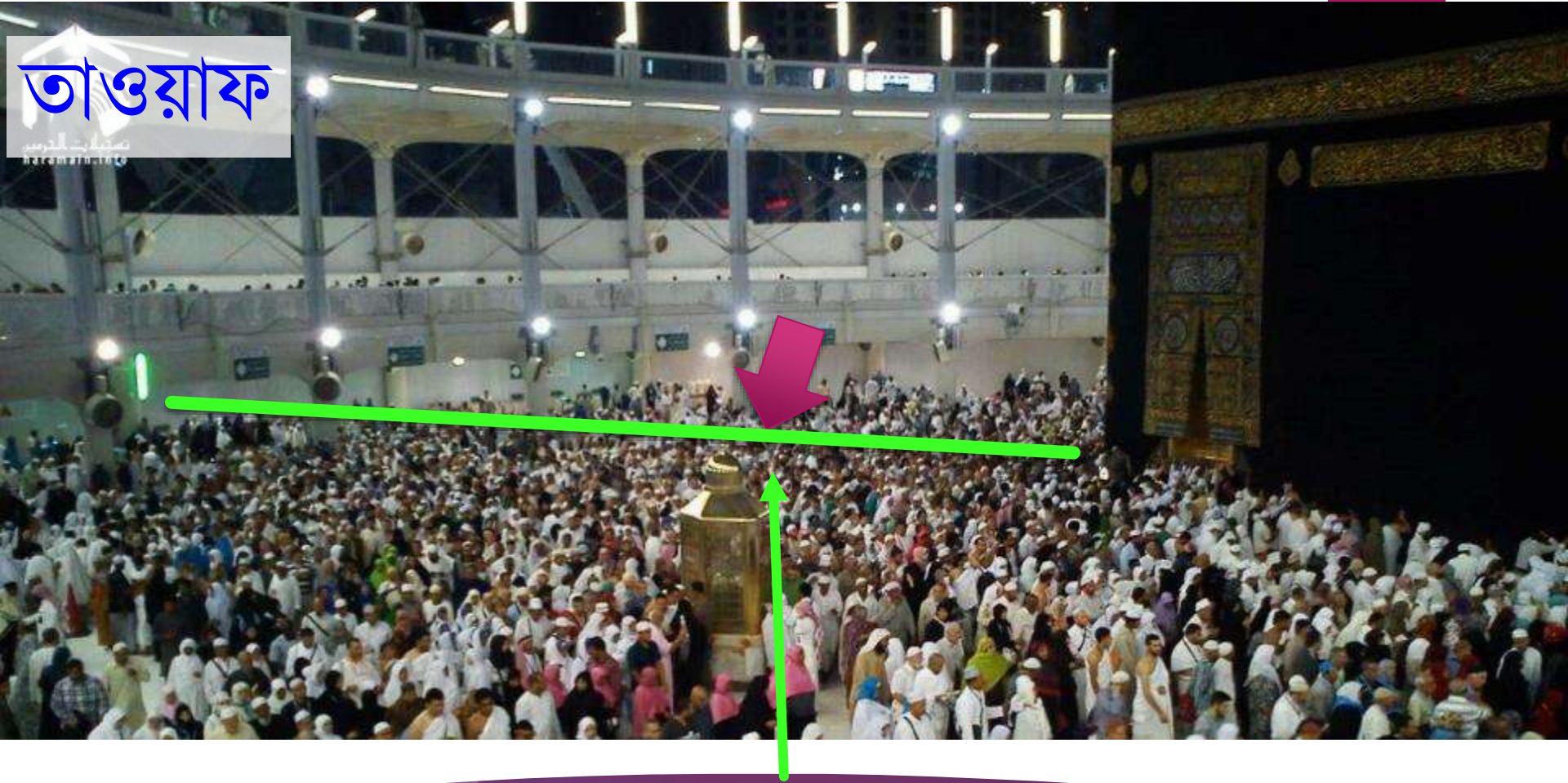
সবুজ বাতি



তাওয়াফ শুরু করার জন্য



হাজরে আসওয়াদ বরাবর কাবাকে বামে রেখে ডানে তাকাতে হবে
সবুজ বাতি বের করার জন্য

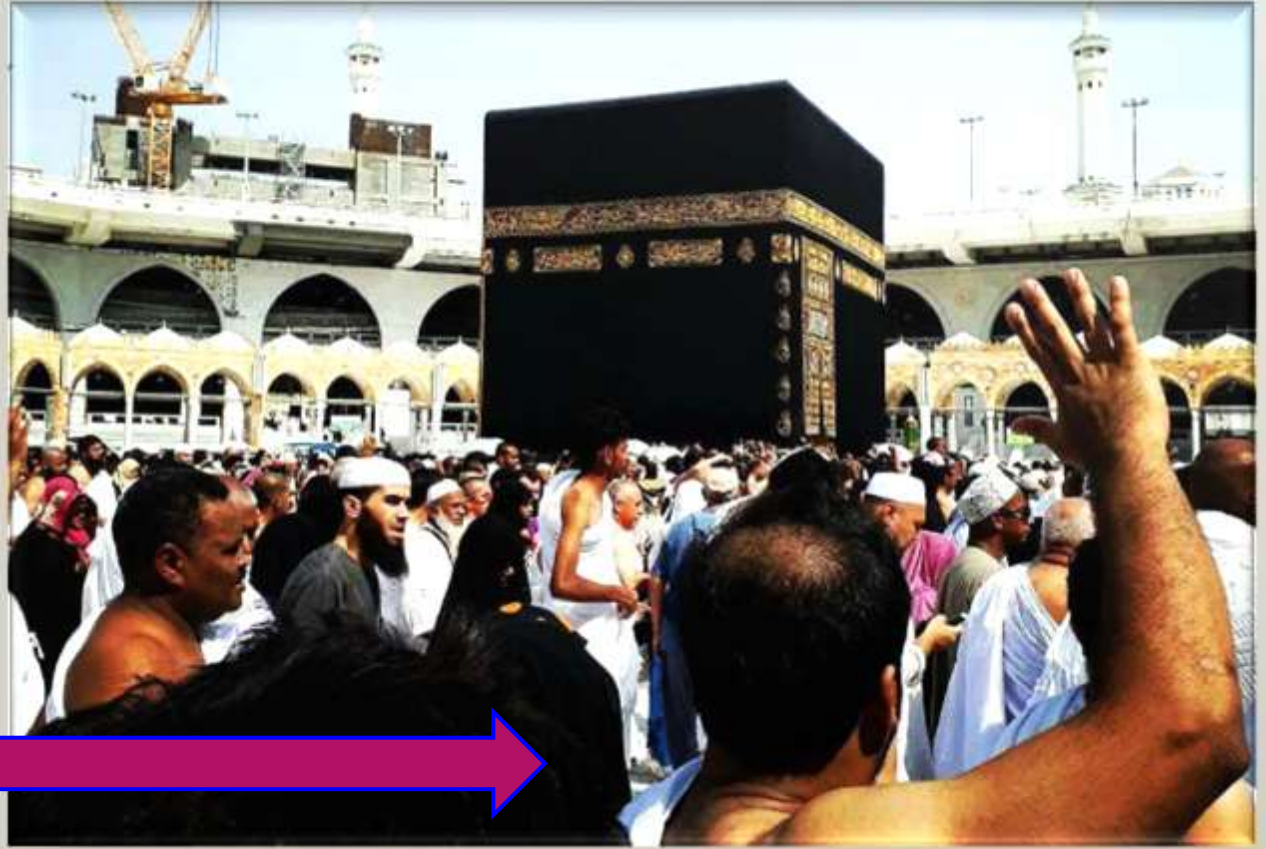


হজরে আসওয়াদের নিকটে যেতে না পারলে
হজরে আসওয়াদ ও ডান দিকের **সবুজ বাতি** বরাবর দাঁড়িয়ে
চক্র শুরু করতে হবে।

হজরে আসওয়াদের দিকে ডান হাত উঠিয়ে,
ক্বাবামুখী হয়ে ইশারা করে

বিসমিল্লাহি আল্লাহ্ আকবর'
বলে ক্বাবাকে বামে রেখে তাওয়াফ শুরু করতে হবে।

ছবিটির
হাতের দিকে
লক্ষ্য করুন



বুখারী-১৬১২

ক্বাবামুখী হয়ে ইশারা করে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর'
বলে ডান হাত নিচে নামিয়ে ও রমল করে
ক্বাবাকে বামে রেখে তাওয়াফ শুরু করতে হবে

অন্যদের দেখাদেখি বিভিন্ন ভঙ্গীতে না করে
শুধু মাত্র ডান হাত হাত তুলে ইসারা করতে হবে



প্রথম চক্র শেষ হলে
হজরে আসওয়াদ

বরাবর এলে ডান হাত
উঠিয়ে শুধুমাত্র

আল্লাহ্ আকবর
বলুন ও দ্বিতীয় চক্র আরাঙ্গ
করতে হবে।

একই নিয়মে সাত চক্র
দিয়ে তাওয়াফ শেষ
করতে হবে।

ছবিটির হাতের
দিকে লক্ষ্য করুন



প্রথম চক্র শেষ হলে হজরে আসওয়াদ
বরাবর এলে আবার ডান হাত উঠিয়ে ইসারা করে চক্র শুরু করতে হবে

তাওওয়্যাহের সময় শুধু মাত্র
ইয়ামেনি কর্নার হতে হজরে
আসওয়াদ পর্যন্ত

‘রক্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া

হাসানাতাঁও,

ওয়া ফিল আখিরাতে

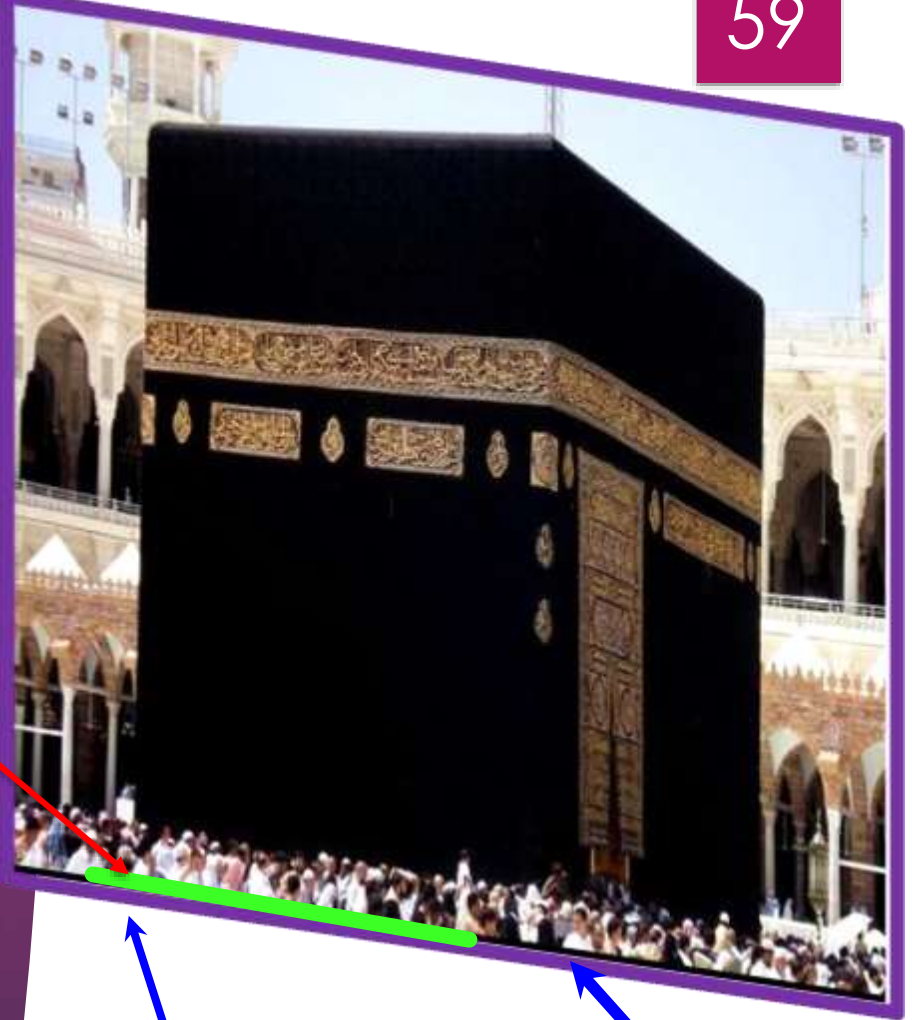
হাসানাতাঁও,

ওয়া কিনা আযাবান্নার’

এই দোয়াটা পড়তে থাকুন।

এ ছাড়া আর কোন নির্দিষ্ট দোয়া
নাই নিজের জানা সমস্ত দোয়া ও
তাসবিহ সমূহ পড়তে থাকব

(সূরা বাক্বারাঃ ২০১)



ইয়ামেনী কর্নার

হজরে আসওয়াদ কর্নার



দু'আ যে আরবীতে করতে হবে
এমন কোন বাধ্যকতা নেই,

যে ভাষা আপনি ভালো পারি
সে ভাষাতেই দু'আ করব।



তাওয়াফের সময় দু'আ

সাতটি চক্র একই নিয়মে
দু'আ করতে করতে শেষ করতে হবে



তাওয়াফ করার সময় পুরুষ ও মহিলা
একত্রিত হয়ে একই জায়গায় তাওয়াফ করতে হয়।

তাওয়াফের সময় পুরুষ/মহিলার গায়ের সাথে ধাক্কা বা স্পর্শ লাগতে পারে,
তাই পর্দা রক্ষায় সতর্ক থাকতে হবে

ফরয সলাতের সময় হলে তাওয়াফের চক্র বন্ধ করে সালাত আদায় করতে হয়। সালাত শেষে বাকী চক্র শেষ করতে হয়।

তাওয়াফ



যদি কারো অজু ছুটে যায় বা টয়লেট যাওয়ার প্রয়োজন হয়
তবে চক্কর বন্ধ করে টয়লেট করে
এবং অজু করে পুনরায় বাকী চক্কর শেষ করতে হবে।



টয়লেট ব্যবহারের পর পরিষ্কার রাখা উচিত
সেখানেই ওজু করার ব্যবস্থা আছে



টয়লেট ব্যবহার করার জন্য মাসজিদ আল হারামের বাহিরে
আন্ডারগ্রাউন্ডে চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে যেতে হবে

টয়লেটের জন্য মাসজিদ আল
হারামের বাহিরে যেতে হবে



এছাড়া মাতাফে নামার সিঁড়ির
নিচে অজুর সুব্যবস্থা আছে

যদি চক্র
সংখ্যা মনে না
থাকে তবে কম
যা মনে হয় ঐ
সংখ্যা ধরে
বাকীগুলো পূর্ণ
করতে হবে।
প্রয়োজনে
সাত দানা
তসবিহ ব্যবহার
করা যায়

৬৯

তাওয়াফ শেষ করে পুরুষদের
ইজতিবা খুলে বা ডান কাধ
ঢেকে নিতে হবে।

Quran
class
A Center for Islamic Education & Training

তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত
সালাতুত তাওয়াফ আদায়ের জন্য

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে গিয়ে
- ওয়াত্বাখিযু মিম্-মাকামি
ইব্রাহীমা মুসাল্লা - পড়া সুন্নাহ

বাক্বারার ১২৫ নং আয়াতটি (অংশ বিশেষ)



সহিহ মুসলিম ৪র্থ খণ্ড ইসলামিক সেন্টার অনুচ্ছেদ ১৭ হাদিস ২৮১৫
(জাবের রাঃ এর হাদিস)

ভিড়ের কারণে
মাকামে ইব্রাহিমের
পিছনে সম্ভব না হলে
বায়তুল্লাহর যে কোন
জায়গায়
সালাতুত তাওয়াফ
আদায় করতে হবে

তাওয়াফ শেষে ভিড়ের মধ্য থেকে বাহির হওয়ার জন্য
বিশেষ ইশারা মাধ্যমে সহজেই বের হওয়া যায়।

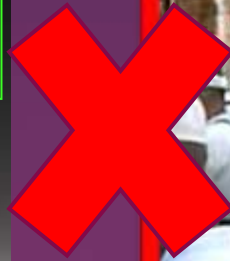
(হাত তুলে ইশারা দিতে দিতে বের হওয়ার ইংগিত করা)



সালাতুল তাওয়াফের সুন্নাহ

সূরা ফাতিহার পাঠের পর প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন
এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নাহ।

পুরুষ ও মহিলা
একসাথে সলাত পড়া
নিষেধ





সালাত শেষে জমজমের পানি পান করুন
ও কিছু পানি মাথায় ছিটান সুন্নাহ।

জমজমের পান করার সময় সুন্নাহ পালন করা উচিত
কিবলামুখী হয়ে, বিসমিল্লাহ বলে,
ডান হাতে তিন নিঃশ্বাসে তৃপ্তি সহকারে পান করা।
পান শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা
ও জমজম পানের দু'আ করা

الرئاسة العامة للشؤون الإسلامية والمنتج الحلال والمستهلك النبوي

إدارة مكة المكرمة
مكة المكرمة



Dear beloved brother
he prophet (peace be upon him) guidance when drinking :

- * Mention Allah's Name before drinking.
- * Use your right hand while drinking.
- * Praise Allah after drinking.
- * Please put the used cup in the designated places,
wishing for you success and acceptance

أخي الكريم
من آداب الشرب :

- * التسمية قبل شرب الماء .
 - * الشرب باليد اليمنى .
 - * إحمد الله بعد الانتهاء من شرب الماء .
 - * فضلا ضع الكأس المستعمل في المكان المخصص له .
- داعين لك بالتوفيق والقبول



خدمة الحجاج وضياف مكة لينا
We are proud to serve the Hajj



জমজম পানের দু'আ
আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা
'ইলমান নাফি'আ,
ওয়া রিয়ক্বও ওয়াসি'আ,
ওয়া শিফা-আম মিন কুল্লি দা'ঈ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ۖ وَرِزْقًا
وَاسِعًا ۖ وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

মুসনাদে হাকিম

হে আল্লাহ!
আমাকে উপকারী জ্ঞান দান করুন,
পর্যাপ্ত রিযিক দান করুন,
এবং সকল রোগের শেফা দান করুন

জমজম

জমজম পানির আধার

www.qutantrtc.com

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
سَقِيَا زَمَزَمَ

অব্যবহৃত

ফ্লোর ময়লা করবেন না

ব্যবহৃত

যমযম পানির আধার দুই রঙের হয়

ঠাণ্ডা ও ঠাণ্ডা নয় মসজিদ আল হারামের সব জায়গাতেই পাওয়া যায়

NOT
COLD





পুরুষ ও মহিলা
উভয়ে পর্দা মেনে
চলা উচিত



মহিলাদের এলাকায় টুপি পড়া কোন ধরনের মহিলা এরা !!!

পুরুষ ও মহিলা
উভয়ে পর্দা মেনে
চলা উচিত

المنطقة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
ماء زمزم للشرب فقط
Haram for drinking only
Men Only

مداخل الحرم
Haram Entrance

KANO STATE PILGRIM WELFARE
DONATED BY KA

পুরুষদের এলাকায় বোরকা পরা কোন ধরনের পুরুষ এরা !!!

সাই

জমজমের পানি পান শেষে সাই-এর
উদ্দেশ্যে সাফা পাহাড়ে যেতে হবে



হজ্জ বা উমরার
আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে
সাফা ও মারওয়ার
মধ্যে সাই করাওয়াজিব।

সাফা

০.৩৮ কি.মি.
X
৭ চক্র

মারওয়া

সাফা হতে মারওয়া পাহাড়ের দূরত্ব প্রায়
৪০০ মিটার
 $৪০০ \times ৭ = ২৮০০$ মিটার
প্রায় ৩ কিলোমিটার
(হাঁটার অভ্যাস থাকা ভাল)

© 2014 Google
Image © 2014 DigitalGlobe

Google earth



আল মাসা এরো চিহ্ন দেয়া পথে যেতে হবে সাফা পাহাড়ে,
মসজিদের যে কোনো তলা দিয়ে সাঈ করা যেতে পারে।

সাইয়ের নিয়ত করুন।

সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সাত বার প্রদক্ষিন করা সাই

সাই অর্থ দৌড়ান
বা দ্রুত চলা।

সাফা পাহাড়ে প্রথম বার পড়ুন

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
(أَبَدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ)

ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা
মিন শা'আয়িরিল্লাহ।

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া
আল্লাহর নিদর্শনসমূহের
অন্তর্ভুক্ত।

‘আবদাউ বিমা বাদা আল্লাহ্ বিহি’
আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমিও তা দিয়ে শুরু করব

সাফা পাহাড়ের তাকবির দিতে হবে

তিনবার

নাসাঈ-২৯৭৪

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াদাহু, লা-শারীকা লাহু,
লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর।

দোয়া
কবুলের
স্থান



সাফাতে উঠে কিবলা মুখী হয়ে দোয়া করতে হয়।
এটি দোয়া কবুলের স্থান।



দু'আ শেষে

সাফা হতে মারওয়ার দিকে যেতে হবে



সাফা থেকে মারওয়ার দিকে
কিছুদূর যেতে দেখা যাবে সবুজ বাতির এলাকা

সবুজবাতি বরাবর অংশটুকু পুরুষগন দ্রুতগতিতে চলবেন।
সবুজবাতির মাঝে দু'আ পড়তে পারেন

রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতাল আ'আব্বুল আকরাম।

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন রহম করুন।

নিশ্চয়ই আপনি সমধিক শক্তিশালী ও সম্মানিত।



এইভাবে মারওয়া পৌঁছে প্রথম চক্র শেষ করে
কিবলা মুখী হয়ে দু'আ করতে হবে।

অনুরূপ ভাবে মারওয়া থেকে সাফা
পৌছে দ্বিতীয় চক্রর শেষ করতে হবে।
মনে রাখতে হবে সপ্তম চক্রর শেষ হবে মারওয়া পাহাড়ে।

সাফা-মারওয়া সাঙ্গ

93

প্রতিবার সাফাতে পৌঁছে
ক্বামুখী হয়ে দো'আ করবেন



মারওয়া

সাফা



7



5

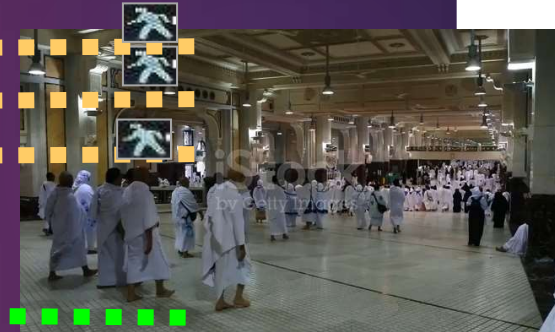


3



1

6
4
2



নাসাঙ্গ-২৯৮৫



সাফা থেকে শুরু করে মারওয়াতে আপনার সাই শেষ হবে



সাই চলা কালীন সময় ফরয সলাতের সময় হলে সাইয়ের
চক্র বন্ধ করে সলাত আদায় করবেন।
সলাত শেষে বাকী চক্র শেষ করবেন।

May 11, 2023

সাইএর জন্য নির্দিষ্ট কোন দোয়া নাই।
আপনার জানা দোয়া ও তাসবিহ গুলো পড়তে থাকুন।

মারওয়া হতে বাহির হওয়ার রাস্তা

97

সাই শেষে
মারওয়া
থেকে বের
হতে
উমরার
শেষ কাজ
চুল কেটে
ইহরাম
মুক্ত হতে
হবে।



মাসজিদুল হারাম হতে বাহিরকালে দু'আ পড়া

মাসজিদুল হারাম হতে বাহির হওয়ার সময়ে
যে কোন দরজা ব্যবহার করতে পারেন।

প্রথমে বাম পা দিয়ে বাহির হবেন
এবং দু'আ পড়বেনঃ

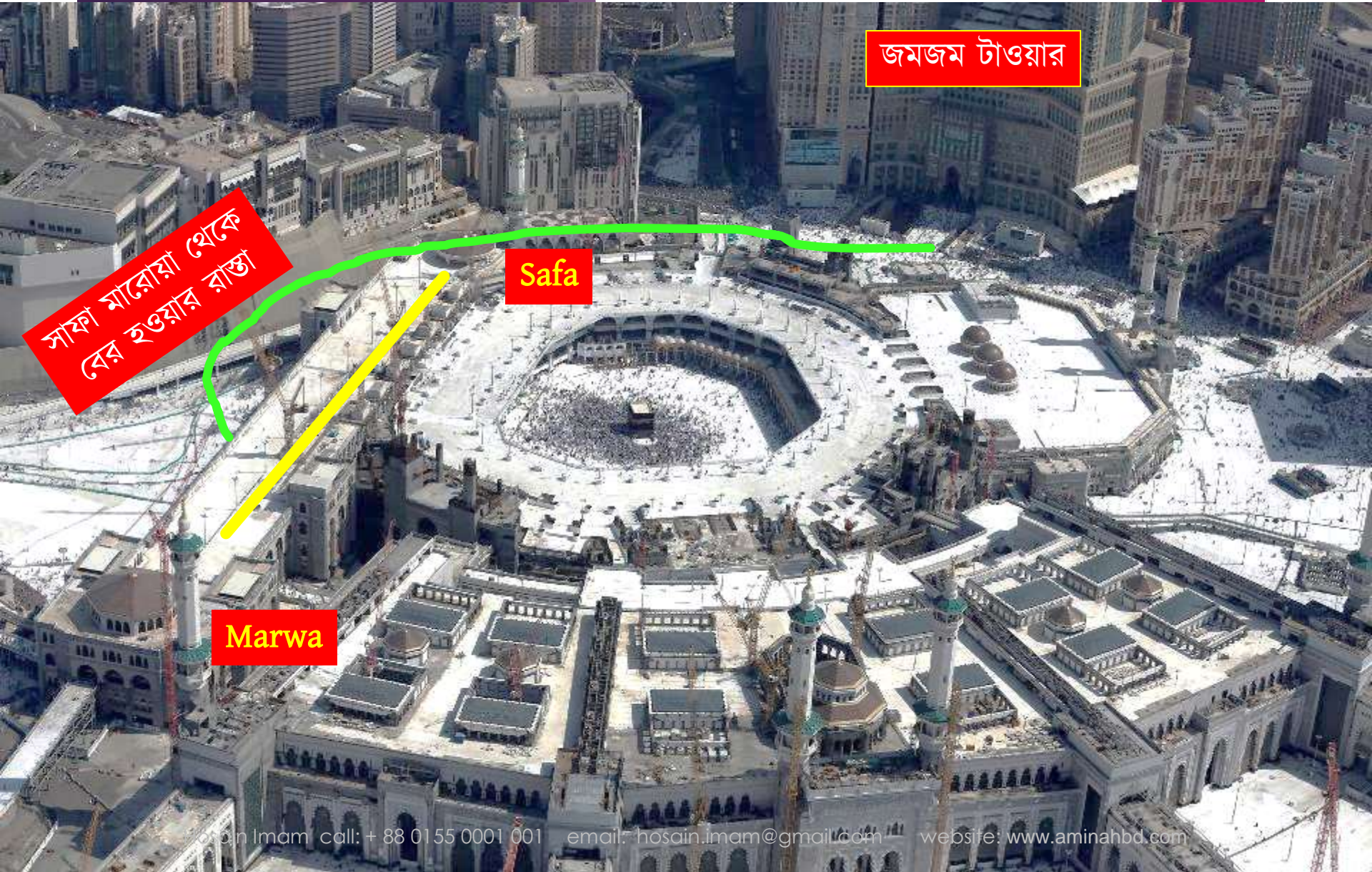
‘বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু
'আলা রসূলিল্লাহ,
আল্লাহুমা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক’

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ - (ترمذی - مسلم)

(আল্লাহর নামে [বের হচ্ছি] এবং অসংখ্য দরুদ ও সালাম আল্লাহর রসূলের প্রতি বর্ষিত
হোক। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট অনুগ্রহ কামনা করছি)

(মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

চুলা কাটার দোকান



জমজম টাওয়ার

Safa

Marwa

সাকা মারোয়া থেকে
বের হওয়ার রাস্তা

চুল কাটা

জমজম টাওয়ার বা ব্লক
টাওয়ারের নীচে

অথবা আপনার
হোটেলের আশে পাশে
অনেক চুল কাটার
দোকান পাওয়া যায়।

৫-১০ রিয়াল এর মধ্যে চুল
কাটার কাজ হয়ে যায়।



100



পুরুষগন মাথা মুন্ডানো (হলক) অথবা চুল ছাটতে (কছর) করণ



চুল কাটা

নাসাঈ-২৯৮৭

মহিলাদের চুল কাটার নিয়ম

মহিলাগন তাদের
মাথার চুল এক
আঙ্গুলের মাথা
পরিমান ছোট
করবেন



ইহরাম

ওহে বিশ্বাসীগণ! ইহরাম অবস্থায়
তোমরা শিকারকে হত্যা করো না।
সুরা মায়িদাহ ৯৬

তাওয়াফ

তাদের মানতসমূহ পূরণ করে এবং এ
সুসংরক্ষিত ঘরের তাওয়াফ করে।
সুরা হাজ্জ ২৯

সাই

‘সাফা’ এবং ‘মারওয়া’ আল্লাহর
নিদর্শনগুলোর অন্যতম। এ দু’টোর
সাই করাতে তাদের কোনই গুনাহ
নেই। সুরা বাকারা ১৫৮

চুলকাটা

তারপর তারা যেন তাদের
অপরিচ্ছন্নতা দূর করে; সুরা হাজ্জ ২৯

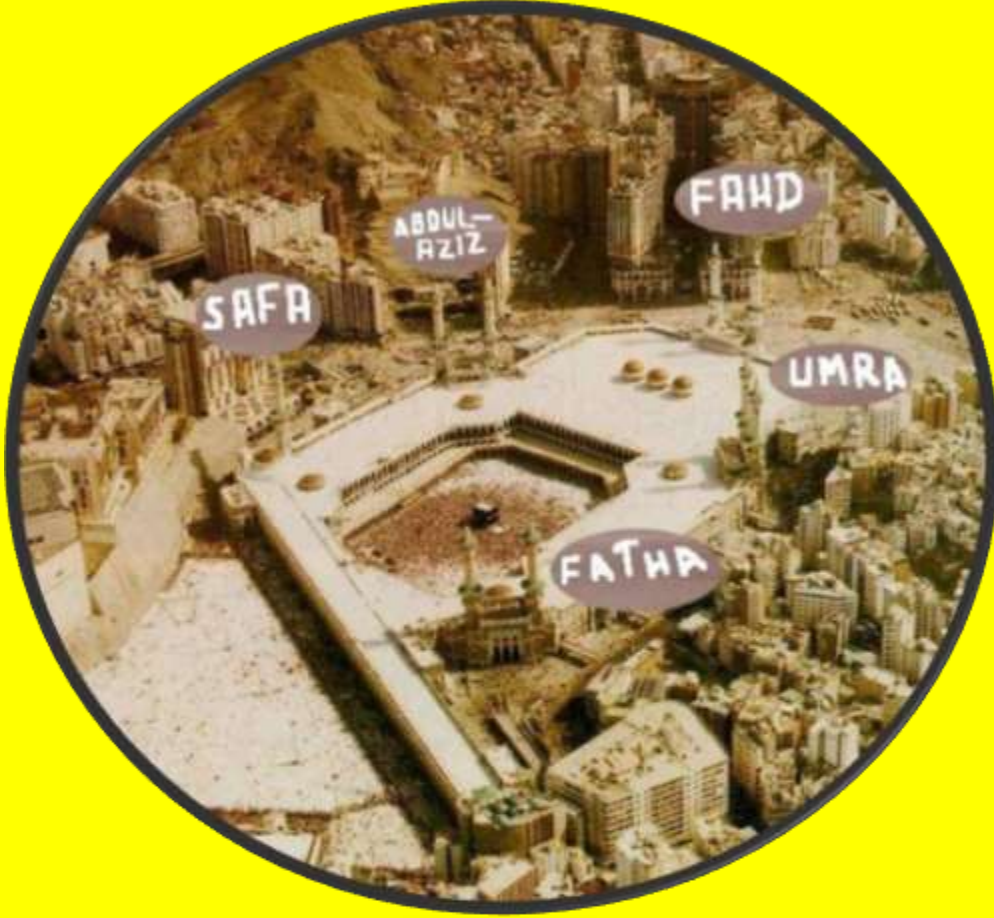
আলহামদুলিল্লাহ

চুল কাটা শেষ

হলে আপনার

উমরা

সম্পন্ন হল।



চুল কাটা শেষে
হোটেলে এসে গোছল করে
ইহরামের পোশাক
পরিবর্তন করে

সাধারণ পোশাক
পরিধান করণ

উমরা বা ছোট হজ্জ



বিদায় তাওয়াফ

১৩৩



বিদায় তাওয়াফ মক্কাতে শেষ অবস্থানের দিন করবেন
(যদি আর মক্কাতে ফিরে না আসেন)

মক্কা থেকে মদিনা যাওয়া
অথবাদেশে ফিরে আসা

- ইহরাম করার ২/১ দিন পূর্বে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।
- ইহরামের সময় ওজু/গোসল করে পুরুষদের সেলাই বিহীন ২টি কাপড় পড়া, ২ রাকাত নামাজ পড়ে মীকাত হতে উমরাহর জন্য নিয়ত করা, তালবিয়া পড়া, দরুদ পড়া, দো'আ করা।
- সফরের জন্য বের হওয়ার পূর্বে এবং সফররত অবস্থায় রসূল (স.) প্রদর্শিত সফরের সবগুলো দো'আ করা।
- তালবিয়া, মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'য়ালার জিকির, তাকওয়া, ধৈর্য ও পর্দার সাথে পবিত্র মক্কায় পৌঁছা।
- মক্কার হোটেল হতে পবিত্রতা ও অজু সহকারে তালবিয়া পাঠ করতে করতে মসজিদুল হারামে পৌঁছা

- দো'আ পড়ে, ডান পা দিয়ে হারামে প্রবেশ করে, তাওয়াফের জন্য হজরে আসওয়াদ পৌঁছে তালবিয়া বন্ধ করা।
- তাওয়াফের নিয়ত করে (পুরুষরা ইজতিবা সহ), হজরে আসওয়াদকে চুমু খেয়ে অথবা হাত উঠিয়ে ইশারা করে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে তাওয়াফ আরম্ভ করা। প্রথম ৩ চক্রর বীরদর্পে প্রদক্ষিণ করা (পুরুষদের জন্য)
- রুকুনে ইয়ামেনী বরাবর হলে সূরা বাকারার ২০১ নম্বর আয়াতটি পড়তে থাকা, হজরে আসওয়াদ পৌঁছা পর্যন্ত।
- হজরে আসওয়াদকে চুমু খেয়ে/ইশারা করে 'আল্লাহু আকবর' বলে ২য় চক্রর আরম্ভ করে এভাবে ৭চক্রর পূর্ণ করা

- দো'আ পড়ে, ডান পা দিয়ে হারামে প্রবেশ করে, তাওয়াফের জন্য হজরে আসওয়াদ পৌঁছে তালবিয়া বন্ধ করা।
- তাওয়াফের নিয়ত করে (পুরুষরা ইজতিবা সহ), হজরে আসওয়াদকে চুমু খেয়ে অথবা হাত উঠিয়ে ইশারা করে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে তাওয়াফ আরম্ভ করা। প্রথম ৩ চক্রর বীরদর্পে প্রদক্ষিন করা (পুরুষদের জন্য)
- রুকুনে ইয়ামেনী বরাবর হলে সূরা বাকারার ২০১ নম্বর আয়াতটি পড়তে থাকা, হজরে আসওয়াদ পৌঁছা পর্যন্ত।
- হজরে আসওয়াদকে চুমু খেয়ে/ইশারা করে 'আল্লাহু আকবর' বলে ২য় চক্রর আরম্ভ করে এভাবে ৭চক্রর পূর্ণ করা

- তাওয়াফ শেষ। ডান কাঁধ ঢেকে দিয়ে, মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে ২ রাকাত সালাতুত তাওয়াফ আদায় করা।
- জমজমের পানি পান করা (নিয়ম এবং দো'আর সাথে) এবং কিছুটা মাথায় ছিটান।
- সাফা-মারওয়া সাঈ করা।
- হলক (মাথা মুভানো) অথবা কছর (চুল ছাটা)। মেয়েদের জন্য শুধুমাত্র অর্ধাঙ্গুলী পরিমান চুল কাটা।
- উমরাহ'র কার্যাবলী সম্পন্ন হয়েছে। গোসল করে স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করুন।



“সুবহানাকা আল্লাহ্মা ওয়া বিহামদিকা,
আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা,
আস্তাগফিরুকা, ওয়া আতুৰু ইলাইক”

আস সালামুআলাইকুম
ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহ

Hosain Imam
call: + 88 0155 0001 001
email: hosain.imam@gmail.com
website: www.aminahbd.com

কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

QURAN TEACHING RESEARCH AND TRAINING CENTER

কুরআনের আলোকে জীবনকে আলোকিত করার প্রতিষ্ঠান

